চিত্রকলা ও ভাস্কর্য

নিসর্গের মধ্যেই জীবনের আনন্দ-উচ্ছ্বাস

সম্প্রতি গ্যালারি আকৃতিতে 'জেনারেশন নেক্সট' শীর্ষক প্রদর্শনীটি দেখে এলেন মৃণাল ঘোষ।

গ্যালারি আকৃতি এক বছর পূর্ণ করল। প্রথম বার্ষিকী উদযাপনের অঙ্গ হিসাবে আয়োজিত হল তরুণ শিল্পীদের প্রদর্শনী। শিরোনাম: 'জেনারেশন নেক্সট'। ২৭ জন শিল্পী নির্বাচিত হয়েছেন। আট জন ভাস্কর। ১৯ জন চিত্রী। এঁদের অনেকেই একবিংশ শতকে এসেছেন নিজস্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে।

ভাস্কর্যের ক্ষেত্রটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৮০-এর দশক পর্যন্ত আমাদের ভাস্কর্যে পাশ্চাত্য আধুনিকতার পুনরাবৃত্তিই ছিল প্রধান সুর। মীরা মুখোপাধ্যায় বা কানহাই কুনহিরামনের মতো কিছু শিল্পী ছিলেন ব্যতিক্রমী। অখিলচন্দ্র দাস লোহা ও ব্রোঞ্জ মিলিয়ে গড়েছেন 'ফ্যামিলি'। দেবাঞ্জন রায়ের দুটি কাঠের কাজে গর্ভিণী নারী ও গরু বাছুরের রূপায়ণ। আদিমতার অভিব্যক্তি তাঁর রচনার ভিত্তি। জয়ন্ত পালের পিতল ও কাঠের রচনা 'জার্মিনেশন'-এ মানুষের বদ্ধতার সংকট রূপায়িত হয়েছে। প্রসূন ঘোষ সিরামিকস্ করেছেন। যৌনতার কিমাকার রূপায়ণ। নারীর আত্মপরিচয়ের সংকট আভাসিত তাতে। সুব্রত বিশ্বাসের ব্রোঞ্জে শৈশব স্বপ্নের প্রতীকী ব্যঞ্জনা। সুজিতকুমার করণ মন্ময় টেরাকোটায় শরীরের সংবেদনকে বিমূর্তায়িত করেছেন। সুতনু চট্টোপাধ্যায়ের তিনটি কাজ ছিল। কাঠ ও লোহার 'মুনস্ট্রাক' আঙ্গিকে ব্যতিক্রমী। তাপস বিশ্বাস ব্রোঞ্জের রচনাগুলিতে চিত্র ও ভাস্কর্যকে মিলিয়েছেন। নিসর্গের ভিতর জীবনের আনন্দিত উদ্ভাস এনেছেন। ঐতিহ্যের ভিত্তিতে আধুনিকতার রূপ সন্ধানে সার্থকতায় উজ্জ্বল তাঁর রচনা।

ছবিতে নীনা গুপ্তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কালি ও পেনসিলের দক্ষ ড্রয়িং দুটি আধুনিকতার প্রচলিত রূপরীতির কাজ। অ্যাক্রিলিক শিটের প্রায়-বিমূর্ত রচনা দুটিতে ত্রিমাত্রিকতা এসেছে। ছবি ও ভাস্কর্য মিলিয়ে জীবনের গভীর বাণীকে রূপ দিতে চেয়েছেন। 'কনটেম্পোরারি ক্রৌঞ্চ' রাজেশ দেবের একটি কাঠখোদাই। একটি সাইকেল রিকশার সামনে জল থেকে উঠে এসে পড়েছে কয়েকটি

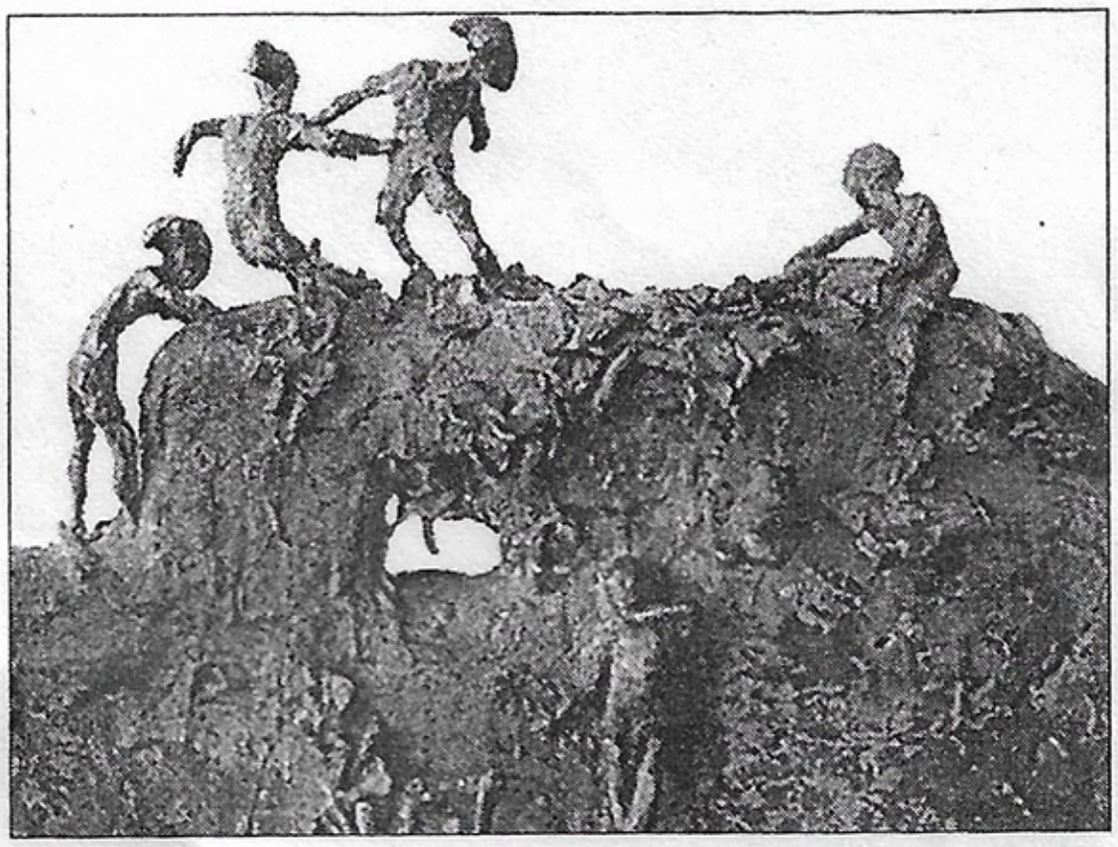

শিল্পী : তাপস বিশ্বাস

হাঁস। কল্পরূপ, পুরাণকল্প ও আজকের বাস্তবতার মেলবন্ধনে তাঁর তিনটি কাঠখোদাই-ই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সৌরভ জানা লৌকিক আঙ্গিকে কল্পরূপের সঞ্চার করেছেন। এই গ্রটেস্ক বা কিমাকারের ভিতর আভাসিত করেছেন আধুনিকের সংকট। নাগরিক স্থাপত্যের জ্যামিতিক রূপায়ণ নিয়ে কাজ করেছেন ঋতেন্দ্র রায়। চারটি ক্যানভাসে জীবনের অভিঘাত আনতে পেরেছেন।

এই প্রদর্শনীতে বরোদায় প্রশিক্ষিত শিল্পী ছিলেন বরুণ চৌধুরী, বীরেন্দ্র পানি, বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায়, দেবরাজ গোস্বামী, ফরহাদ হুসেন, সন্দীপ দপ্তরী ও সৌমেন দাস। প্রতিমার কল্পরূপকে বিবর্ধিত করে সাম্প্রতিকের গভীর শূন্যতাকে আভাসিত করার প্রবণতা বরোদার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এখানে কয়েক জনের কাজে তা রয়েছে। বরুণের 'পিপলস স্কেপ' ছবিতে সারিবদ্ধ যুবকের সামনে খুঁড়িয়ে চলা চিতাবাঘের রূপায়ণে সেই ইঙ্গিত থাকে। দেবরাজের অ্যাক্রিলিকের ক্যানভাস 'ফাদার অ্যান্ড সন্স' বাস্তবের নিগূঢ় শূন্যতার প্রতীক হয়ে ওঠে। ফারহাদ প্রতিস্থাপিত করেছেন 'পপুলার'-এর আরোপিত সাফল্য। জয়ন্ত রায় কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজের ভাস্কর্যের ছাত্র ছিলেন। তবু তাঁর ছবিতে বরোদার কিছু আভাস থাকে। পাশ্চাত্যের প্রখ্যাত কিছু ছবির উদ্ধৃতি দিয়ে দুটি ছবিতে তিনি এই সময়ের শূন্যতাকে বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। জয়ন্তকুমার পালের 'কাম অ্যান্ড সি গ্লোব ইজ ওয়ার্মিং'-এও অনুভব করা যায় বরোদার অনুষঙ্গ।

উপরে উল্লিখিত শিল্পীরা ছাড়াও প্রদর্শনীতে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন দেবাশিস বারুই, দীপক কুণ্ডু, দীপেন্দ্রনাথ পাল, রাজেশ ভৌমিক, শমিত গুপ্ত ও সুপম অধিকারী।

ক্রসে লগ্ন যিশু

সুহাস রায় তাঁর আঁকা যিশুর ছবিটির জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। আই টি সি সোনার বাংলায় দেখানো হল প্রায় ২৫টি ছবি। এই প্রদর্শনীতে দেখা গেল সুহাস রায়ের যিশুর ছবিটি। একই ফ্রেমে তিনটি ক্যানভাস জুড়ে তেলরঙে আঁকা ছবিটির শিরোনাম: 'দ্য ডিসেন্ট ফ্রম দ্য ক্রস'। ডান পাশে ক্রসে লগ্ন যিশু। ক্রসের শীর্ষে বসে আছে একটি পাখি। শুভ্র কপোতের মতো। উড়ন্ত শিশু দেবদূত নরম হাতে ধরেছে ক্রসটিকে। স্নিগ্ধ দৃষ্টি তার। এই ক্রসের পাশে, চিত্রক্ষেত্রের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে সবুজ একটি গুল্মের উপর ফুটে আছে ছোট্ট একটি সাদা ফুল। সুহাস এক সময় নিসর্গ আঁকতেন অনুপুঙ্ক্ষ কিন্তু আদর্শায়িত স্বাভাবিকতায়। তাঁর সেই নিসর্গ থেকেই যেন উঠে এসেছে স্বর্গীয় এই ফুল। যিশুর এই প্রথম প্রতিমাকল্পের বাঁদিকে আয়তাকার বিস্তৃত পরিসর জুড়ে কৌণিকভাবে কর্ণ বরাবর নেমে আসছে যিশুর শরীর। কয়েকজন ম্রিয়মান যুবতীকে ভিরে আছে সেই দেহ। শরীরের ঠিক উপরেই উড়ছে সাদা পাখিটি, যাকে আমরা বসে থাকতে দেখেছিলাম একটু আগে। নিরাবরণ শরীরে বিচ্ছুরিত গড়ে উঠেছে আলোছায়া। সূক্ষ্ম তুলির টানে রেখার জালিকা সেই আলোছায়াকে আরও ব্যথাতুর করেছে। ইতিহাসের বা পুরাণকল্পের এই মৃত্যু এতটাই প্রতিভাত এখানে যে তা ইতিহাসকে সাম্প্রতিকের মাত্রা দিতে পারছে। আজকের সন্ত্রাসের মৃত্যুর করুণাকে তুলে আনতে পারছে যেন। ছবিটি এ কারণেই মহত্বের মাত্রা পায়।

শিল্পী: সুহাস রায়

১৯৬০-এর দশকের প্রখ্যাত এই শিল্পী 'যিশু' আঁকছেন তাঁর শিল্পী জীবনের সূচনা থেকেই। ১৯৭২-এ আঁকা এচিং-এর একটি ক্রুসবিদ্ধ যিশুর প্রতিমাকল্প রয়েছে এই বইতে। যিশু এসেছে তাঁর ছবিতে করুণার, তমসার, মৃত্যুর ও উজ্জীবনের প্রতীক হয়েও। তারই নিদর্শন 'দ্য ডিসেন্ট ফ্রম দ্য ক্রস' ছবিটি। ইতিহাসে যিশুকে নিয়ে আঁকা হয়েছে অজস্র ছবি। এর পাশাপাশি সুহাস এঁকেছেন প্রকৃতির উদাত্ত ও মরমি সৌন্দর্য।

প্রকৃতির এই উদাত্ততা থেকে নব্বইয়ের দশকে তিনি এসেছিলেন নারীর শরীরের নিসর্গে। রাধার উপমায় আঁকছিলেন নগ্নিকার ছবি। আভ্যাসিক পুনরাবৃত্তিতে সেই রচনা থেকে নন্দনের রহস্য অর্ন্নিহিত হচ্ছিল। পাহাড়ি নিগর্সের প্রেক্ষাপটে শায়িত নগ্নিকার কয়েকটি ছবিতে তেলরঙে তাঁর অসামান্য দক্ষতার পরিচয় ধরা থাকে। কিন্তু 'দ্য ডিসেন্ট ফ্রম দ্য ক্রস' দেখার পর এ সব ছবিকে খুবই তরল মনে হয়।

মৃ. ঘো

প্রদর্শনী

চলছে

সিমা: ■ বার্ষিক প্রদর্শনী ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত।

কেমোল্ড: ■ পার্থ ও ডলি দত্ত ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

অ্যাকাডেমি: ■ ইশা মহম্মদ কাল শেষ।
■ সমীর ও মাধব ১৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত।